WEST BENGAL ELECTION WATCH

(A CIVIL SOCIETY INITIATIVE)

Executive Committee

President

Shri Chittatosh Mukhopadhyay
Former Chief Justice
Mumbai High Court

Members

Shri Malay Sengupta
Former Chief Justice
Sikkim High Court

Dr. Amiya Kumar Samanta
Former Director General of Police
Govt. of West Bengal

Shri Koushik Sen
Theatre Personality & Actor

Prof. Satyabrata Chowdhury
President
Indian Association

Shri Manabendra Mondal
General Secretary
Forum of Voluntary
Organisations-West Bengal

Dr. Buddhadeb Ghosh
Former Director
State Institute of Panchayat
& Rural Development
Govt. of West Bengal

State Coordinator

Shri Biplab Halim
Human Rights Activist

৩১শে মে, ২০১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দীর্ঘ দেড় মাস ধরে, লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের প্রহরায় নিযুক্ত করে, বিভিন্ন জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করে, রাজপথে সাঁজোয়া গাড়ি নামিয়ে ও হেলিকপ্টার থেকে নজরদারী চালিয়ে, ৬টি পর্যায়ের ৭টি পর্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন ২০১৬ অবশেষে সম্পন্ন হল। নির্বাচন শেষ হওয়ার ১৪ দিন পর, নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ও নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোট ১৯৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে ২৯৪ জন নির্বাচন প্রার্থীকে নির্বাচক মন্ডলী নতুন বিধানসভায় নির্বাচিত করেছেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচের পক্ষ থেকে আমরা জনাদেশকে স্বাগত জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন মন্ত্রসভাও গঠিত হয়েছে।

এ' কথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি নির্বাচনী বুথে সশস্ত্র পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করার ফলে, বুথ দখল, নির্বাচনী হিংসা, রক্তপাত ইত্যাদি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং পূর্বেকার নির্বাচনগুলির তুলনায় বলা চলে যে এবারের নির্বাচনের দিনগুলি ছিল প্রায় অবাধ ও সন্ত্রাসমুক্ত। কিন্তু একই সাথে সাধারন নাগরিকদের মনে এই প্রশ্ন দেখা দেওয়াটাও স্বাভাবিক যে একজন সাধারন নাগরিক একটি নির্বাচনী বুথে সবার অলক্ষে ইভিএম মেশিনে বোতাম টিপে তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন তার জন্য এত সশস্ত্র প্রহরার আয়োজন করতে হয় কেন! যদি গ্রাম ও শহরে রাজনৈতিক দলগুলির মদতপুষ্ট সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যেই এই ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র প্রহরায় নির্বাচনগুলিকে সংগঠিত করতে হয়, তাহলে আজ নাগরিক সমাজের ভেবে দেখার সময় এসেছে যে এই সমস্যার মূল কারন অনুসন্ধান ও তার প্রতিকার না করে শুধু মাত্র সশস্ত্র প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে সত্যিকারের জনগনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কোন দিন সম্ভব হবে কি না!

পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত রাজনৈতিক দলগুলিকে জনগনের প্রতি আরো দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য রাজনৈতিক সংস্কার ও নির্বাচনী সংস্কারের লক্ষ্যে বৃহত্তর জনমত গড়ে তোলার উদ্দশ্যে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের দলনিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ বিগত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। জাতীয় স্তরে কর্মরত

Secretariat at
FORUM OF VOLUNTARY ORGANISATIONS, WEST BENGAL
C/O. IMSE, 195, JODHPUR PARK, KOLKATA 700 068
Ph. 91 33 55149102, 24128426 Fax: 91 33 24725571
e-mail: electionwatchwb@gmail.com

ন্যাশানাল ইলেকশন ওয়াচ এবং এডিআর, নয়া দিল্লীর সাথে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

আমাদের এই কাজের ফলশ্রুতিতেই আজ নির্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্রের পাশাপাশি একটি হলফনামা জমা দেওয়া আবশ্যিক হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নোটা চালু করেছে। লোকসভা-বিধানসভায় শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক না কেন, কোন রাজনৈতিক দলই 'তথ্যের অধিকার আইন'এর আওতায় আসতে ইচ্ছুক নয়। আমরা রাজনৈতিক দলগুলিকে তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আমরা দিল্লী হাইকোর্টে জনস্বার্থ সম্পর্কিত একটি মামলা দায়ের করেছি, যাতে সাধারন নাগরিকরা রাজনৈতিক দলগুলির আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর পেতে পারেন।
২০১৪ সালের একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক সংগৃহীত হাজার হাজার কোটি টাকার ৭৫%-ই এসেছে অজানা সুত্র থেকে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি এই দলগুলির সংগৃহীত অর্থের উৎস জানানোর জন্য আমরা লিখিতভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। এটা দুঃখের কথা যে কোন রাজনৈতিক দলই প্রত্যুত্তরে কিছু জানায় নি।

এই পরিস্থিতিতে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদ্য সমাপ্ত সাধারন নির্বাচনের প্রাককালে, আমরা একদিকে যেমন বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল স্তরে বেশ কয়েকটি নাগরিক কনভেনশন সংগঠিত করে জনগনকে রাজ্যের/দেশের সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করেছি, মৌলিক রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি কার্যকরী গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে ৫ বছর পর পর নয় দৈনন্দিন গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সাধারন মানুষ অংশগ্রহন করতে সমর্থ হবেন তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তার পাশাপাশি প্রতিটি নির্বাচনের প্রাককালে নির্বাচনে অবতীর্ণ প্রার্থীদের হলফনামাগুলি বিশ্লেষণ করে প্রার্থীদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে সাধারন মানুষের কাছে পৌছেও দিয়েছি।
এবারে আসুন দেখে নেওয়া যাক যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে ২৯৪ জন প্রার্থী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন তাদেরই প্রদত্ত হলফনামা অনুযায়ী তাদের অবস্থাটা কিরকম :

ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত বিধানসভার সদস্য :

বর্তমান বিধানসভায় নব নির্বাচিত ২৯৪ জন সদস্যর মধ্যে ১০৭ জন (৩৭%) সদস্যর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ফৌজদারী মামলা চলছে।

ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত বিধানসভার সদস্যদের পার্টিগত অবস্থান :

এদের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ২১০ জনের মধ্যে ৬৬ জন (৩১%), জাতীয় কংগ্রেসের ৪৪ জনের মধ্যে ২২ জন (৫০%), সি.পি.আই.এম-এর ২৬ জনের মধ্যে ১৩ জন (৫০%), বিজেপির ৩ জনই, ফরওয়ার্ড ব্লকের ২ জনের মধ্যে ১ জন এবং সিপিআই-এর ১ জন এবং ১ জন নির্দল সদস্য বিভানসভায় রয়েছেন।

গুরুতর ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত বিধানসভার সদস্য :

ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এই সব সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দলের মোট ৯৩ জন (৩২%) সদস্যদের বিরুদ্ধে

খুন, খুনের চেষ্টা, ধর্ষন, ডাকাতি, অপহরন, মহিলাদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগে ফৌজদারী মামলা চলছে। এর মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ৬০ জন (২৯%), বিজেপির ২ জন (৬৭%), সি.পি.আই.এম-এর ১২ জন (৪৬%), জাতীয় কংগ্রেসের ১৭ জন (৩৯%), ফরওয়ার্ড ব্লকের ১ জন (৫০%) এবং ১ জন নির্দল সদস্য।

- প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে নব নির্বাচিত বিধানসভার এই সব সদস্যদের মধ্যে ৬ জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ রয়েছে। তাদের মধ্যে ৫ জন তৃণমূল কংগ্রেসের এবং ১ জন সি.পি.আই.এম-এর। এছাড়াও ১৬ জন তৃণমূল কংগ্রেসের, ৪ জন সি.পি.আই.এম-এর এবং ৬ জন জাতীয় কংগ্রেসের অর্থাৎ মোট ২৬ জন এমএলএ-র বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা চলছে।
- ১০ জন বিধানসভার সদস্য বা এমএলএ-র বিরুদ্ধে মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে মামলা চলছে। এদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ৫ জন, বিজেপির ১ জন , সি.পি.আই.এম-এর ১ জন এবং জাতীয় কংগ্রেসের ৩ জন বিধানসভার সদস্য।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে বিগত ২০১১ সালে বিভিন্ন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত সদস্যদের তুলনায়, ফৌজদারী মামলায় বিশেষত: গুরুতর ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত সদস্যদের সংখ্যা ২০১৬ সালের বিধানসভায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিধানসভার সদস্যদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট :

এদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য (৩৪ %) কোটিপতি। কোটিপতি সদস্যদের মধ্যে এমন ৭ জন সদস্য রয়েছেন যাদের গড় সম্পত্তির মূল্য ১০ কোটি টাকারও বেশী। সর্বাধিক সম্পত্তির অধিকারী প্রথম ৩ জন সদস্য হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রী সমীর চক্রবর্ত্তী, জনাব জাকির হোসেন এবং জনাব জাভেদ আহমেদ খান। যাদের সম্পত্তির মূল্য যথাক্রমে ৪১ কোটি, ২২ কোটি এবং ১৭ কোটি টাকা করে।
দলগতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের ৭৯ জন (৩৮%), জাতীয় কংগ্রেসের ১৬ জন (৩৬%), সি.পি.আই.এম-এর ২জন (৮%) এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, আরএসপি এবং ১ জন নির্দল সদস্য রয়েছেন।

বিগত ৫ বছরে নির্বাচিত সদস্যদের আর্থিক বাড়-বাড়ন্ত প্রসঙ্গে :

২০১১ সালে বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যদের গড় সম্পত্তির মূল্য ছিল ৬৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। ২০১৬ সালে ২৯৩ (১ জনের হলফনামা স্বচ্ছ না হওয়ায় বিশ্লষণ করা যায় নি) জন নব নির্বাচিত সদস্যদের গড় সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

- ২০১১ সালে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন এবার পুনরায় ২০১৬ বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন এমন সদস্য সংখ্যা ১৭৮ জন।
- ২০১১ সালে এইসব সদস্যদের গড় সম্পত্তির মূল্য ছিল ৬৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা করে।
- ২০১৬ সালে পুনরায় নির্বাচিত সদস্যদের গড় সম্পত্তির মূল্য গত ৫ বছরে বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকারও বেশী।
- অর্থাৎ বিধানসভায় পুন: নির্বাচিত সদস্যদের গড় মাথা পিছু সম্পদের বৃদ্ধির মূল্য ৭২.৩৯ লক্ষ টাকা করে। বৃদ্ধির হার ১১০%।

প্যান সম্পর্কিত তথ্য :

বিধানসভায় নব নির্বাচিত ২৯৪ জন সদস্যর মধ্যে ৮ জনের প্যান কার্ড নেই। এদের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের ১ জন কোটিপতি সদস্য শ্রী মধুসুদন ঘোষও রয়েছেন।

আয়কর বা ইনক্যাম ট্যাক্স সম্পর্কিত তথ্য :

বিধানসভায় নব নির্বাচিত ২৯৪ জন সদস্যর মধ্যে জানা গিয়েছে যে ৫৮ জন (২০%) সদস্য আয়কর রিটার্ন জমা করেন নি। এদের মধ্যে ৪ জন কোটিপতি বিধানসভার সদস্য রয়েছেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী :

বিধানসভার সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা :

নব নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১ জন সদস্য সদ্য সাক্ষর হয়েছেন। ৯৪ জন (৩২%) সদস্য জানিয়েছেন যে তারা অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ১৯৫ জন (৬৭%) প্রার্থীরা জানিয়েছেন যে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক স্তর বা স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত। বাকী ৪ জন সদস্যর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জানা যায় নি।

বিধানসভার সদস্যদের বয়স সম্পর্কিত তথ্যাবলী :

২৯৪ জন নব নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ২৫-৫০ বছর বয়সী সদস্যর সংখ্যা ৯৭ জন। ১৯৫ জন সদস্যর বয়স ৫১-৮০ বছরের মধ্যে। ১ জন সদস্য জানিয়েছেন তাঁর বয়স ৮০ বছরেরও বেশী।

মহিলা প্রার্থী সম্পর্কিত তথ্য :

২৯৪ জন নব নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মাত্র ৪০ (১৪%) জন মহিলা সদস্য রয়েছেন।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে যতই মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলা হোক না কেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মহিলা সদস্য সংখ্যা লক্ষ্যনীয়ভাবে বেশ কম। এটা মহিলাদের ক্ষমতায়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছার অভাবেরই পরিচায়ক।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে মৌলিক নির্বাচনী সংস্কার ও রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে সহভাগী গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই পশ্চিমবঙ্গের জনগনের আশু কাজ। রাজনৈতিক দলগুলির কোনরূপ আন্তরিক সদিচ্ছা এ' বিষয়ে এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

নব নির্বাচিত বিধানসভার সদস্যদের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট

বর্তমান বিধানসভায় ২৯৪ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন
২৯৪ জনের মধ্যে ১০৭ জনের (৩৭%) বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রয়েছে
১০৭ জনের মধ্যে ৯৩ জন (৩২%) গুরুতর ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত
৬ জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগের মামলা চলছে
১০ জনের বিরুদ্ধে মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে মামলা রয়েছে
২৯৪ জনের মধ্যে ১০০ জন (৩৪%) সদস্য কোটিপতি
৫৮ জন সদস্য (২০%) আয়কর রিটার্ণ জমা করেন নি, এদের মধ্যে ৪ জন কোটিপতিও রয়েছেন
৮ জন সদস্যর প্যান কার্ড নেই
৯৪ জন (৩২%) সদস্য অষ্টম থেকে দ্বদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করেছেন
১ জন সদস্য সদ্য সাক্ষর হয়েছেন
৪০ জন (১৪%) মহিলা সদস্য রয়েছেন

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নব নির্বাচিত মন্ত্রীসভার সদস্যদের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট

- মুখ্যমন্ত্রী সহ ২০১৬ সালে নব গঠিত মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা ৪২ জন
- মন্ত্রীসভার ৪২ জন সদস্যর মধ্যে ৯ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রয়েছে
- ৫ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মতো গুরুতর অভিযোগে মামলা চলছে
- মন্ত্রীসভার ৪২ জন সদস্যর মধ্যে ২৪ জন মন্ত্রী কোটিপতি

বিপ্লব হালিম
(বিপ্লব হালিম)
রাজ্য সংযোজক